ইউনিট

৬ বৈদেশিক আক্রমণ

ভূমিকা

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে বিদেশী আক্রমণ চলছিল। এই আক্রমণের ধারাবাহিকতাতেই গ্রিক বীর আলেকজান্ডার ভারত উপমহাদেশ আক্রমণ করেছিলেন। ভারতে পারসীয়দের আক্রমণ ছিল প্রথম বিদেশী আক্রমণ। পারস্য অর্থাৎ ইরানের বিখ্যাত রাজবংশের নাম ছিল আকেমেনিড। এই বংশের বিখ্যাত সম্রাট সাইরাস খ্রিস্টপূর্ব ৫৩০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এক সময় তিনি অতিক্রম করেন হিন্দুকুশ পর্বতমালা। অধিকার করে নেন সিন্ধু নদ ও কাবুল নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল। কম্বোজ ও গান্ধার অঞ্চলের অধিবাসীরা তাঁকে উপঢৌকন দিতে বাধ্য হয়েছিল। সাইরাসের পর পারস্যের ক্ষমতায় আসেন আরেকজন শক্তিমান সম্রাট দারিয়ুস (১ম)। তিনি গান্ধার ও সিন্ধু উপত্যকা সরাসরি দখল করে নেন। এভাবে দীর্ঘদিন পারস্য আধিপত্য বজায় থাকে। খৃস্টপূর্ব ৩৩০ অব্দের পর পারস্য অধিকার করে নেন ম্যাসিডোনের বিখ্যাত সম্রাট আলেকজান্ডার। পারস্যের অধিকারের পথ ধরে তিনি এক সময় প্রবেশ করেন ভারতে। আলেকজান্ডারের ভারত অভিযান ইতিহাসে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এই অভিযান উপমহাদেশের জীবন ও রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করে।

পাঠ ১

আলেকজান্ডারের আক্রমণকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের অবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- কোন্ অবস্থার প্রেক্ষিতে আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করেছিলেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- আলেকজান্ডারের আক্রমণকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

দিগ্বিজয়ের নেশা

কোন এক অঞ্চলে বিদেশী আক্রমণ তখনই সফল হয় যখন সে দেশের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খল অবস্থা চলতে থাকে। গ্রিক বীর আলেকজান্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন সে সময়ের ভারতের রাজনৈতিক অবস্থাও তেমন ভালো ছিল না। আলেকজান্ডার বিজয়ী বীর হিসাবে ইতোমধ্যে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন ম্যাসিডোনের রাজা ফিলিপ্। গ্রিসের উত্তরে অবস্থিত ছিল এই ম্যাসিডোন রাজ্য। আলেকজান্ডারের বাল্যকাল কাটে ম্যাসিডোনে। ৩৩৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রাজা ফিলিপের মৃত্যু হলে আলেকজান্ডার পিতার সিংহাসনে বসেন। যখন আলেকজান্ডারের বয়স মাত্র ৩০ তখনই তাঁর মাথায় চেপে বসে দিগ্বিজয়ের নেশা। পারস্য জয় করার পর আলেকজান্ডার ইত:পূর্বে পারস্যের অধিকৃত অঞ্চলে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা দায়িত্ব হিসাবে মনে করেন। এ কারণেই তিনি পারস্য অধিকৃত ভারতীয় প্রদেশগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেন। আলেকজান্ডার ভারতে আগমন করেছিলেন খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা

আলেকজান্ডারের ভারত আগমনের পূর্বে উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাজনৈতিক অবস্থা ভাল ছিল না। তখনকার ভারত ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত এবং এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলের রাজাদের মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না। ফলে এই অঞ্চলে ঐক্যবদ্ধ কোন রাজ্যও গড়ে উঠেনি । ঝিলাম ও বিপাশা নদীর

মধ্যবর্তী অঞ্চলে বেশ কিছু ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। এসময় এখানে বাস করতো ভিন্ন ভিন্ন ৭টি জাতি। এখানকার রাজ্যগুলোর চরিত্রও ছিল ভিন্ন। কোনটি ছিল রাজতান্ত্রিক। আবার কোনটি প্রজাতান্ত্রিক। এ যুগের ইতিহাস জানার মতো খুব বেশি সূত্র আমাদের হাতে নেই। ভারতবর্ষের ভেতর থেকে কোন ভারতীয়'র লেখা ইতিহাস, গ্রন্থ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। ফলে, ভরসা করতে হয় গ্রিকদের লেখা বিবরণীর উপর। আলেকজান্ডারের সাথে বেশ কয়েকজন পণ্ডিতের আগমন ঘটেছিল ভারতবর্ষে। পরবর্তীকালে তাঁরা যে বিবরণী লিখেছেন তাতে খুব সামান্য হলেও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তথ্য রয়েছে। এই বিবরণী থেকেই আমরা জানতে পারি, আলেকজান্ডারের আক্রমণকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোর কথা। গ্রিক সূত্র অনুযায়ী এ রাজ্যগুলোর নাম- নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১। **অশ্বায়ন** – অশ্বায়ন জাতি কাবুল নদীর উত্তরে এক পার্বত্য দেশে বাস করতো।
২। **নিকাইয়া রাজ্য** – কাবুল ও সিন্ধু নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে নিকিয়া বা নিকাইয়া রাজ্যের অবস্থান।
৩। **গৌরীগণ রাজ্য** – গৌরী বা পঞ্জিকোরা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে এ রাজ্যের অবস্থান।
৪। **অশ্বকায়ন রাজ্য** – সোয়াত বা বুনার অঞ্চলে অবস্থিত ছিল অশ্বকায়ন বা অশ্বক রাজ্য।
৫। **পুষ্করাবতী রাজ্য** – বর্তমান পেশোয়ার জেলায় পুষ্করাবতী রাজ্যের অবস্থান ছিল।
৬। **তক্ষশীলা রাজ্য** – বর্তমান রাওয়ালপিন্ডি জেলায় ছিল তক্ষশীলার অবস্থান।
৭। **অভিসার রাজ্য** – তক্ষশীলার উত্তরে পর্বতঘেরা রাজ্য ছিল এই অভিসার।
৮। **উরশা রাজ্য** – এর অবস্থান ছিল বর্তমান হাজারা জেলায়।
৯। **পৌর রাজ্য** – ঝিলাম ও চীনাব নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে ছিল পৌর অর্থাৎ বিখ্যাত রাজা পুরুর রাজ্য।
১০। **গান্ধার রাজ্য** – গান্ধার রাজ্যের অবস্থান ছিল প্রাচীন গান্ধার মহাজনপদের পূর্বাংশে।
১১। **কঠ রাজ্য** – এর অবস্থান নির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি।
১২। **সৌভূতির রাজ্য** – রাজা সৌভূতির রাজ্য অবস্থিত ছিল ঝিলাম নদীর তীরে।

এছাড়াও মালব, ক্ষুদ্রক, শুদ্রসহ আরও অনেক রাজ্যের নাম জানা যায়।

রাজনৈতিক অনৈক্য

এই সব রাজ্যের মধ্যে প্রচুর রাজনৈতিক বিভেদ ছিল। একে অন্যের শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। ফলে, পারস্পরিক সংঘর্ষ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সবচেয়ে বেশি বিবাদ ছিল তক্ষশীলার রাজা অম্ভি, পুরু ও অভিসার রাজ্যের মধ্যে। ক্রমাগত সংঘাতে রাজ্যগুলো শক্তিহীন হয়ে পড়ে। ফলে, বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করা ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোর পক্ষে ছিল প্রায় অসম্ভব। এই সুযোগই নিয়েছিলেন গ্রিক বীর আলেকজান্ডার। তাঁর আক্রমণ পরিচালিত হয়েছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতের দিকে।

সার-সংক্ষেপ

বহুকাল পূর্ব থেকেই ভারতে বিদেশী আক্রমণ পরিচালিত হয়েছে। এদিক থেকে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আলেকজান্ডারের আক্রমণকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত অস্থিতিশীল। অনেক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল ভারত বর্ষ। পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতো রাজ্যগুলো। এই দুর্বলতাই মূলত: বিদেশী আক্রমণের পথ তৈরি করে দেয়। গ্রিক বীর আলেকজান্ডারও এই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৬.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। আলেকজান্ডারের জন্মভূমি–
ক. পারস্য।
খ. ম্যাসিডোন।
গ. উত্তর-পশ্চিম ভারত।

২। ঝিলাম ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বাস করতো–
ক. ৭ টি জাতি।
খ. ১২ টি জাতি।
গ. ৩ টি জাতি।

৩। আলেকজান্ডারের আক্রমণকালে তক্ষশীলার রাজার নাম ছিল–
ক. অম্ভি।
খ. পুরু।
গ. অভিসার।

৪। আলেকজান্ডারের ভারত অভিযানের কথা জানা যায় প্রধানত–
ক. গ্রিক সূত্রে।
খ. পারস্য সূত্রে।
গ. ভারতীয় সূত্রে।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের প্রেক্ষাপট আলোচনা করুন।
২. আলেকজান্ডারের আক্রমণকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোর পরিচয় দিন।

পাঠ ২

আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- ভারত আক্রমণের শুরুতে আলেকজান্ডার এদেশের রাজ্যগুলোর সাথে কিভাবে সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিলেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- আলেকজান্ডারের সামরিক অভিযান কিভাবে পরিচালিত হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

আত্মসমর্পণের আহ্বান

বিশ্ববিজয়ের অনুপ্রেরণাই আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের প্রধান কারণ। ৩২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দের প্রথমদিকে তিনি ব্যাকট্রিয়া, বোখারা ও সিরদরিয়া অঞ্চল এবং নিকাইয়া জয় করে ভারতের দিকে অগ্রসর হন। প্রথমে তিনি তাঁবু গাড়েন নিকাইয়া রাজ্যে। তিনি প্রথম চেষ্টা করলেন যুদ্ধ ছাড়া রাজ্য জয় করা যায় কি না। আলেকজান্ডার দূত পাঠালেন তক্ষশীলার রাজার নিকট। বিভিন্ন রাজ্যের রাজাদের কাছে আহ্বান জানালেন যেন তাঁরা আত্মসমর্পন করেন। দূত তক্ষশীলায় পৌঁছার আগেই রাজা অম্ভি আলেকজান্ডারের নিকট নিজের দূত পাঠালেন। তিনি জানিয়ে দিলেন আলেকজান্ডার তক্ষশীলা আক্রমণ না করলে তিনি গ্রিক বীরকে সবরকম সাহায্য দিবেন। আলেকজান্ডারকে সম্মানও দেখালেন তিনি। দূতের সাথে পাঠালেন ৬৫ টি হাতি, বহু সংখ্যক ভেড়া ও ৩০০০ টি ষাঁড়। এই আচরণের জন্য অম্ভি ইতিহাসে কলঙ্কিত হয়েছেন। ভারতের ইতিহাস তাঁকে দেশদ্রোহী কাপুরুষ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। অম্ভির মতো আরও কতিপয় রাজা আলেকজান্ডারকে সহযোগিতা করেছিলেন। এঁরা হচ্ছেন- কেফিউস, সঞ্জয়, অশ্বজিৎ, শশীগুপ্ত। এঁদের সহায়তায় আলেকজান্ডার তাঁর ত্রিশ হাজার সৈন্যসহ অনায়াসেই ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন।

ভারতীয় রাজ্যের প্রতিরোধ : তক্ষশীলায় আলেকজান্ডারের সভা, পুরুর সাথে যুদ্ধ

এ ধরণের সহযোগিতা আলেকজান্ডারের জন্য সর্বত্রই অপেক্ষা করেনি। অচিরেই তিনি প্রতিরোধের মুখোমুখি হন। ভারতের ক্ষুদ্র রাজ্যের অনেক রাজা এবং অনেক প্রজাতন্ত্রের মানুষ আলেকজান্ডারের সামনে বাঁধা হয়ে দাঁড়ালেন। পুষ্করাবতীর রাজা অষ্টক তাঁর ক্ষুদ্র শক্তি নিয়েই মোকাবিলা করলেন বিদেশী শত্রুর। একটানা ত্রিশ দিন বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে তিনি প্রাণ দেন। একইভাবে আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন অশ্বকায়ণ ও অশ্বায়ণ জাতি। এ যুগে মশকাবতী ও অন্ডক নামে দু'টো সুরক্ষিত নগর ছিল। এ দু'টো জয় করতে আলেকজান্ডারকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। আলেকজান্ডার অত্যন্ত কঠোর হাতে এসব বাঁধা দূর করেন। তিনি জয় করে নেন নিশা নামের নগর রাষ্ট্র, সিন্ধু ও পুষ্করাবতীর মধ্যবর্তী যাবতীয় শহর এবং বরণ নামের পার্বত্য দুর্গ। এভাবে সাফল্যের মধ্য দিয়ে আলেকজান্ডার ৩২৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভারতের মূল ভূমিতে প্রবেশ করেন। এরই মধ্যে তক্ষশীলাসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের স্থানীয় দলপতিগণ আলেকজান্ডারের আনুগত্য মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু, রাজা পুরু ছিলেন দেশপ্রেমিক। প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর রাজারা আলেকজান্ডারের কাছে আত্মমর্পন করলেও নিজের মনোবল অটুট রাখেন পুরু। এদিকে আলেকজান্ডার তক্ষশীলায় এক সভা আহ্বান করেছিলেন। ভারতীয় রাজ্যের রাজাদের আমন্ত্রণ জানানো হয় এই সভায়। পুরুও আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। কিন্তু, ঘৃণায় তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং আলেকজান্ডারের দূতকে জানিয়ে দেন বিনা যুদ্ধে তিনি নিজ রাজ্যের এক তিলও ছাড়বেন না। ফলে, পুরুর রাজ্য জয়ের জন্য সৈন্য পাঠান আলেকজান্ডার। ঝিলাম নদীর দুই পাড়ে তাঁবু পড়ে দুই পক্ষের যোদ্ধাদের। আলেকজান্ডারও পুরুর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে সাহসী হলেন না। রাতের অন্ধকারে তাঁর বাহিনী ঝিলাম নদীর পাশ দিয়ে ১৭ মাইল এগিয়ে যায়। ভোরবেলা তারা নদী পাড়ি দিয়ে অতর্কিতে আক্রমণ করে পুরুকে। এ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না পুরু। যুদ্ধে তাঁর পুত্র প্রাণ হারান। পুরু যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন আলেকজান্ডারের সাথে যুদ্ধ করার জন্য। কিন্তু, তাঁর ভাগ্য প্রসন্ন ছিল না। প্রবল বৃষ্টিপাত হওয়ায় তীরন্দাজদের পক্ষে তীর চালনা সহজ ছিল না। তা'ছাড়া, কাঁদায় আটকে গিয়েছিল রথের চাকা। ফলে গ্রিক ঘোড়-সওয়ার বাহিনীর কাছে পরাস্ত হন পুরু। আহত অবস্থায় তাঁকে বন্দী করা হয়। নিয়ে আসা

আলেকজান্ডার জানতে চান তার কাছ থেকে কেমন ব্যবহার প্রত্যাশা করেন পুরু। বীর পুরু জানান, একজন রাজা অন্য রাজার কাছ থেকে রাজার মতো ব্যবহারই আশা করে। পুরুর বীরত্বে মুগ্ধ হন আলেকজান্ডার। তিনি প্রকৃত বীর বলেই বীরের মর্যাদা দিতে পেরেছিলেন

হয় মহান বীর আলেকজান্ডারের সামনে। আলেকজান্ডার জানতে চান তার কাছ থেকে কেমন ব্যবহার প্রত্যাশা করেন পুরু। বীর পুরু জানান, একজন রাজা অন্য রাজার কাছ থেকে রাজার মতো ব্যবহারই আশা করে। পুরুর বীরত্বে মুগ্ধ হন আলেকজান্ডার। তিনি প্রকৃত বীর বলেই বীরের মর্যাদা দিতে পেরেছিলেন। পুরুকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেয়া হয়। শুধু তাই নয়, এই রাজ্যের পূর্বদিকে অবস্থিত আরও ১৫ টি প্রজাতান্ত্রিক রাজ্য পুরুকে দান করা হয়।

আলেকজান্ডারের ভারত ত্যাগ

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে গ্রিক বীর আলেকজান্ডার মৃত্যুবরণ করেন।

আলেকজান্ডারের বিজয় অভিযান চলতে থাকে। তিনি আরও অসংখ্য উপজাতিগোষ্ঠীকে দমন করেন। উপজাতি মাল্লোইদের হাতে আহত হয়েছিলেন আলেকজান্ডার। এ কারণেই গ্রিক সৈন্যরা উপজাতিদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছিল। সিন্ধু অঞ্চলে অভিযানের সময় প্রতিকূল আবহাওয়ার মুখোমুখি হন আলেকজান্ডার। তাই, ঝিলাম নদীর পরে গ্রিক সৈন্যরা আর অগ্রসর হতে চায়নি। অবশেষে দখল করা ভারতীয় অঞ্চলগুলোতে শাসনকর্তা নিয়োগ করে আলেকজান্ডার ফিরে যেতে বাধ্য হন। ফেরার পথে তিনি ব্যবিলনে অসুস্থ হয়ে পড়েন । খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে গ্রিক বীর আলেকজান্ডার মৃত্যুবরণ করেন।

সার-সংক্ষেপ

গ্রিক বীর আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ ও ভারতীয় রাজ্যের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা দু'ভাবে হয়েছিল। প্রথমে তিনি বিনা যুদ্ধে জয় করা পথ বেছে নিয়েছিলেন। ভারতীয় রাজ্যগুলোকে প্রথমে আহ্বান জানিয়েছিলেন আত্মসমর্পন করতে। কিন্তু, কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি সফল হলেও সবাই মেনে নিতে পারেননি বিদেশী শক্তির আধিপত্য। কতিপয় রাজা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন গ্রিক বীরের সাথে। অবশ্য আলেকজান্ডার ভারত অভিযান সম্পন্ন করতে পারেননি। বিভিন্ন কারণে তাঁকে স্বদেশে ফিরে যেতে হয়েছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৬.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। আলেকজান্ডারের কাছে আত্মসমর্পণ করে ইতিহাসে কলঙ্কিত হয়েছেন–
   ক. অম্ভি।
   খ. পুরু।
   গ. অষ্টক।

২। রাজা অষ্টক ছিলেন–
   ক. তক্ষশীলার অধিপতি।
   খ. অভিসার রাজ্যের অধিপতি।
   গ. পুষ্করাবতীর অধিপতি।

৩। আলেকজান্ডার ভারতের মূল ভূমিতে প্রবেশ করেছিলেন–
   ক. ৩২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।
   খ. ৩২৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।
   গ. ৩৩৬ খ্রিস্টপূর্বব্দে।

৪। আলেকজান্ডার আহত হয়েছিলেন–
   ক. পুরুর আক্রমণে।
   খ. অষ্টকের আক্রমণে।
   গ. উপজাতি মাল্লোইদের আক্রমণে।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ভারতের রাজাদের সাথে প্রথম পর্যায়ে আলেকজান্ডার কি ধরণের সম্পর্ক তৈরি করতে চেয়েছিলেন?

২. ভারতে আলেকজান্ডারের সামরিক অভিযানের বর্ণনা দিন।

পাঠ ৩

আলেকজান্ডারের আক্রমণের ফলাফল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের প্রত্যক্ষ ফলসমূহ কি ছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের পরোক্ষ ফলসমূহ কি ছিল তা বলতে পারবেন।

আলেকজান্ডারের অভিযানে ভারতের উপর বড় রকমের কোন রাজনৈতিক বা সামরিক প্রভাব পড়েনি। তবুও বিবিধ বিচারে আলেকজান্ডারের অভিযানের ফলাফল বা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোকপাত করা যায়। আলেকজান্ডারের ভারত অভিযানের প্রত্যক্ষ ফলগুলো নিম্নরূপ ঃ

গ্রিক বসতি স্থাপন

আলেকজান্ডারের আক্রমণের ফলে উত্তর ভারতে কয়েকটি গ্রিক উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। প্রধানত: ভারতে প্রবেশ মুখে এবং উত্তর ভারতের সীমান্ত অঞ্চলে এ সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশ গড়ে উঠে। গ্রিক অধিকারে থাকা রাজ্যগুলোর নাম নিচে দেয়া হলো-

বুকিফালা

ঝিলাম নদীর যে স্থান পাড়ি দিয়ে আলেকজান্ডার পুরুর সাথে যুদ্ধে নেমেছিলেন সেখানে বুকিফালার অবস্থান। এরই কাছাকাছি নিকিয়া বা নিকাইয়া অঞ্চল, সিন্ধু ও চিনাব নদীর সঙ্গমস্থলে আলেকজান্দ্রিয়া, পাঞ্জাবের নদীগুলোর সঙ্গমস্থলে সোগ্‌ডিয়ান আলেকজান্দ্রিয়া। কিন্তু, এ উপনিবেশগুলো খুব দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। আলেকজান্ডার তাঁর সাথে আসা গ্রিকদের একটি অংশকে বসবাসের জন্য এই উপনিবেশগুলোতে রেখে যান। শেষ পর্যন্ত, মাতৃভূমি ছেড়ে এই দূরদেশে থাকা তাদের পছন্দ হয়নি। এ কারণেই ধীরে ধীরে উপনিবেশগুলো ধ্বংস হয়ে যায়।

স্থল-জলপথ আবিষ্কার

নতুন যোগাযোগ পথ আবিষ্কার

আলেকজান্ডারের অভিযানের ফলে ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে তিনটি স্থলপথ ও একটি জলপথ আবিষ্কার করা হয়েছিল। এ সকল পথ ধরে পরবর্তীকালে যোগাযোগ গড়ে উঠে। এতে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও আসে গতিশীলতা।

ভারত সম্পর্কে নতুন ধারণা

ভারত সম্পর্কে অনেক স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টি হয় পাশ্চাত্যের মানুষদের কাছে।

সৈন্যরা স্বদেশে ফিরে গিয়ে ভারত সম্পর্কে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন। ফলে, ভারত সম্পর্কে অনেক স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টি হয় পাশ্চাত্যের মানুষদের কাছে।

প্রত্যক্ষ এসব ফলাফল ছাড়াও পরোক্ষ কিছু ফল ছিল বলে মনে করা হয়। এগুলো নিচে আলোচনা করা

মৌর্য বংশের উত্থান

রাজনৈতিক ঐক্য

আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের পর ভারতের রাজারা ঐক্যের গুরুত্ব বুঝতে পারেন। ঐক্যের এই ধারণা থেকেই ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয় মৌর্য রাজবংশ। বিখ্যাত রাজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য প্রায় সমগ্র ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

গান্ধার শিল্প

ভারতীয় শিল্পে গ্রিক প্রভাব

আলেকজান্ডারের আক্রমণের পথ ধরে পাশ্চাত্যের সাথে এ উপমহাদেশের যোগাযোগের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই সূত্র ধরেই পরবর্তীকালে ভারতীয় শিল্পের উপর গ্রিক ও রোমান শিল্পের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। এদিক থেকে উল্লেখ করা চলে গান্ধার শিল্পের কথা। এছাড়াও গ্রিক-ভারতীয় সংস্কৃতির উপরও পারস্পরিক প্রভাব প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

সাংস্কৃতিক প্রভাব ঃ ধর্মীয় প্রভাব

সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান বৃদ্ধি পেলে ধর্মের ক্ষেত্রেও কৌতূহল বেড়ে যায়। খ্রিস্টধর্মের প্রতি যেমন ভারতীয়দের কৌতূহল ছিল, তেমনি খ্রিস্টান অঞ্চলগুলোতে বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রভাব প্রতিফলিত হয়। ক্রমে খ্রিস্ট ধর্মের উপর বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠে।

ভারতীয় গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতির জ্ঞান পাশ্চাত্য দেশে বিস্তার লাভ করে।

বিজ্ঞান ও অর্থনীতিতে প্রভাব

আলেকজান্ডারের অভিযানের ফলে যে যোগাযোগ স্থাপিত হয় তার পথ ধরে পরবর্তীকালে ভারতে বিজ্ঞান, অর্থনীতি বিশেষ করে মুদ্রানীতির উপর ব্যাপক প্রভাব পড়ে। ভারতীয় গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতির জ্ঞান পাশ্চাত্য দেশে বিস্তার লাভ করে।

সার-সংক্ষেপ

আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের বেশ কিছু ফলাফল লক্ষ করা যায়। তবে, প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসাবে যেগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে তা খুব স্থায়ী ভূমিকা রাখতে পারেনি। কিন্তু, পরোক্ষ ফলাফলগুলোর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তাতে দেখা যায়, এই গ্রিক আক্রমণ ভারতের সাথে পাশ্চাত্য দেশের শুধু যোগাযোগই গড়ে তোলেনি বরং শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে রেখেছে সুদূর প্রসারী প্রভাব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৬.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। ভারতে গ্রিক উপনিবেশগুলো ছিল–
   ক. দীর্ঘস্থায়ী।
   খ. স্বল্পস্থায়ী।
   গ. উপনিবেশ গড়ে উঠেনি।

২। আলেকজান্ডারের আক্রমণের পর ভারতীয়রা ঐক্যবদ্ধ হয়, এর ফল হিসেবে–
   ক. পুরুর রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি পায়।
   খ. আলেকজান্ডার পরাজিত হন।
   গ. মৌর্য রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩। ভারতীয় শিল্পের সাথে পাশ্চাত্য শিল্পের মিশ্রণ ঘটায়–
   ক. গ্রিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে।
   খ. রোমান সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে।
   গ. গান্ধার শিল্পের বিকাশ ঘটে।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের প্রত্যক্ষ ফলসমূহ আলোচনা করুন।
২. আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের পরোক্ষ ফলসমূহের বর্ণনা দিন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ৬ : রচনামূলক প্রশ্ন

১. আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের বিবরণ দিন।
২. আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের ফলাফল বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠ ৬.১ ঃ ১। খ ২। ক ৩। ক ৪। ক
পাঠ ৬.২ ঃ ১। ক ২। গ ৩। খ
পাঠ ৬.৩ ঃ ১। খ ২। গ ৩। গ